এই প্রসঙ্গে

শ্রীমৎ পরমানন্দ সরস্বতী এক সুপরিচিত নাম। তাঁর বসা, চলা, বলা—প্রতিটি ভাবভঙ্গী এক অনন্য শিল্প-সুষমামণ্ডিত। তিনি জীবনের সুদীর্ঘ সময় মৌন অবস্থায় কাটান। শ্রীবৃন্দাবনে থাকাকালীন তাঁর নাম ছিল 'মৌনীবাবা'। মৌন অবস্থায় তিনি শ্লেটে বা খাতায় লিখে উত্তর দিতেন। ঐ রকম কয়েকটি খাতা সংগ্রহ করতে পেরেছি। এরূপ খাতা যদি আর কারো কাছে থাকে এবং তিনি শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাধন আশ্রমকে দান করেন, তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো।

বর্তমান গ্রন্থে স্বামিজী মহারাজের বহু বাণী, বিভিন্ন পরিমণ্ডলে অন্তরঙ্গজনের সঙ্গে আলাপের সারাংশ সংকলন করা হয়েছে। ঠাকুরজী একই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন পরি-

স্থিতিতে সুন্দর সুন্দর শব্দচয়নে পরিবেশন করেছেন। প্রতিটি প্রকাশভঙ্গী এতো অভিনব যে মূল বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি হলেও তা তুলে না ধরে পারা যায় নি। নব নব রূপে গুরুজীর মর্মবাণী হৃদয়তন্ত্রীতে আনন্দের লহরী সৃষ্টি করে চলেছে এবং অনন্তকাল তৃষিতপ্রাণে শান্তি-বারি বর্ষণ করবে। এই গ্রন্থে এমন কিছু কথা আছে—যা পড়লে ঠাকুরজীর পুণ্যস্মৃতি মনে জাগবে। আশা করি, ঠাকুর শ্রীশ্রীপরমানন্দের শুধু অনুগামী ও অনুরাগীরাই নয়, যে কোনো ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিই এই গ্রন্থপাঠে তৃপ্তি ও আনন্দ পাবেন। এরূপ অণুগ্রন্থ প্রকাশ যদি সার্থকতা-মণ্ডিত হয়, তবে আমরাও অনুপ্রাণিত হব। জয়গুরু!

বুদ্ধপূর্ণিমা, ১৩৮৯

শ্রীধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী

প্রথম সংস্করণ প্রসঙ্গে

অতি অল্পদিনের মধ্যে প্রথম প্রকাশিত বইগুলি প্রায় নিঃশেষিত হওয়াতে সামান্য পরি-মার্জনের পর বইটি আবার ছাপতে হলো।

ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৯

শ্রীধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

ভূমিকাসহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পর দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হলো।

একটি আনন্দ-সংবাদ পরিবেশন করতে চাই। ঠাকুরজীর অহেতুক করুণায় বাণী-সঞ্চয়ন— দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। আরো যেসব উপাদান হাতে আছে তাতে ৩য় খণ্ডও প্রকাশ করা যাবে বলে মনে আশা জন্মেছে।

এ ছাড়া ঠাকুরজীর ছোটো ছোটো চিঠিপত্র থেকে উপাদান সংগ্রহ করে ৪র্থ খণ্ডও প্রকাশিত হবে বলে বিশ্বাস রাখি। এখন গুরুকৃপাই ভরসা। তাঁর কাজ, তিনি যদি দয়া করে করিয়ে নেন তবেই হবে। আমি যন্ত্র মাত্র। প্রভুর সেবায় নিমিত্ত হতে পেরে তৃপ্ত, ধন্য। এই সেবাকাজের জন্য যাঁরা উৎসাহ উদ্দীপনা এবং অকুণ্ঠ সহযোগিতা দান করেছেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীঅমলকান্তি রাহার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইনি ছাড়া সর্বশ্রী প্রতিমা ব্যানার্জী, মনোরমা দৈত্যারি, মীরা ঘোষ চৌধুরী, শিবপদ রায়, সুনন্দা চৌধুরী, কৃষ্ণচন্দ্র সাহা ও অচিন্ত্যকুমার মিত্রের নাম অতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। অনেকে এই গ্রন্থের জন্য অর্থানুকূল্য করেছেন। তাঁদের আন্তরিকতা ও মহানুভবতা আমাকে

উদ্বুদ্ধ করেছে। এঁদের নাম আলাদাভাবে উল্লেখ করা সম্ভব হলো না।

প্রেসে দেবার আগে সর্বশ্রী ননীগোপাল অধিকারী ও বিমলকান্তি দাশ বইগুলো আগাগোড়া পড়ে অতি মূল্যবান পরিমার্জন করে দিয়েছেন। এতে বিষয়বস্তু আরো সুন্দর ও সুখপাঠ্য হয়েছে। এঁরা উভয়েই আমার পরম পূজনীয়। তাঁদের মহত্ব ও মহাপ্রাণতা, গুরুপ্রেম ও ভক্তপ্রীতি আমাকে মুগ্ধ করে।

বইটির 'বাণী-সঞ্চয়ন' নাম দিয়েছিলেন ঠাকুরের অতি অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত সুনীলেন্দ্র চৌধুরী। এ-কথাটা অকপটে স্বীকার না করলে প্রকাশনার কাজে ত্রুটি থেকে যায়।

এঁদের তিনজনেরই চরণে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করছি।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন দাস ঠাকুরের অতি

প্রিয় 'পাবলিকেশন অফিসার'। তিনি দয়া করে বই ছাপার দায়িত্ব নিয়েছেন বলে আমি পরম নিশ্চিন্ত আছি।

শ্রীযুক্ত শোভনলাল কুমার, ইম্‌প্রিণ্টার মালিক, আমাদের বন্ধুলোক। তাঁর আন্তরিকতা ও সহযোগিতার ফলেই ছাপাকাজ এতো সুন্দর ও দ্রুত হলো। শ্রীশ্রীঠাকুর এঁদের সকলের জীবন আনন্দময় করুন।

রথযাত্রা, ১৩৯৪

শ্রীধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী



শ্রীপরমানন্দ সরস্বতী

॥ ক ॥

গুরুর কৃপাই ঈশ্বর লাভের উপায়। গুরুই সত্য।

সদ্‌গুরুর কৃপা হলে অবশ্যই মনে শান্তি লাভ করবেন। সর্বদা মনে রাখা উচিত—শ্রীভগবান চিরমঙ্গলময়। তাঁকে ধরে থাকলে জীবনে অবশ্যই জয়ী হবেন।

কোটিজন্মের তপস্যার ফলে মানুষ সদ্‌গুরু লাভ করে। সদ্‌গুরু লাভ হলে পর মানুষ আর নতুন কোনো কর্মবন্ধনে জড়ায় না। সেই (শ্রীগুরু অভিপ্রেত) কর্ম দেয় মুক্তি, আনন্দ—তখন মনে হয়—আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী।

গুরু সর্বময়—অণু পরমাণুতেও তিনি বহুরূপে বর্তমান। একটি কুকুরের মধ্যেও তিনি

রয়েছেন। যারা আমার পোষ্যবর্গ এদের মধ্যে তুমিই আছ। এও তোমারই সেবা।

গুরু নানাভাবে কার্য করেন—শাস্ত্র, সাধুর ভিতর দিয়ে তাঁর প্রকাশ হয়।

সদ্‌গুরুর কৃপায় অন্তর হয় ঊর্ধ্বমুখী, সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গী যায় বদলে।

বলা সহজ, কিন্তু ঐ অবস্থা আয়ত্তে আনা বড় কঠিন। একবার অবস্থা আয়ত্ত হলে জগৎ আর ধোঁকার টাটি থাকে না, হয় মজার কুটি।

গুরুর কি মৃত্যু আছে? সাধু, শাস্ত্র ও অন্তর্যামীরূপে তিনি সর্বদা পথ দেখান।

গুরুবাক্য অনুসরণ করে সাধন করলে নিশ্চয়ই ফল পাওয়া যায়।

শাস্ত্রে আছে এবং গোস্বামীপ্রভুও বলেছেন—গুরুকে দেখবে, তাঁর সঙ্গ করবে—এরপর যদি তাঁর উপর শ্রদ্ধা হয় তখন গুরুকরণ করবে। লোকের কথায় গুরু করবে না।

গুরুকরণের একটা সময় আছে। যখন মানুষ জানে—এই দেহ ঘর বাড়ি কিছুই চিরস্থায়ী নয়, যখন মৃত্যুচিন্তা বা জীবনচিন্তা আসে তখনই গুরুকরণের প্রকৃত সময়। সদ্‌গুরুর সাধন স্বতন্ত্র।

চণ্ডালে, স্ত্রীলোকেও যদি অনন্য ভক্তি আসে—তাঁকে গুরু করা যায়। এই অনুরাগ দুর্লভ। এখানে জাতি, বর্ণ নেই। আসল কথা শ্রদ্ধা। দৈবাৎ যদি সাধুসঙ্গ হয়, তখন মানুষের শুভবুদ্ধি জাগে, শুভ কর্মপথে চলে—এর ফলে সদ্‌গুরু লাভ হয়।

সাধনভজন করা প্রয়োজন—কিন্তু প্রকৃত বস্তুলাভ গুরুকৃপা ছাড়া হয় না।

বহুলোকের মধ্যে থাকলে আত্মসমর্পণ করা দুঃসাধ্য।

ভগবানই ধর্ম। ধর্ম কি—বুঝা বড় কঠিন, সেজন্য গুরু চাই।

॥ খ ॥

আগে জানতে হবে ধর্ম কি? কেন ভগবানের নাম নিব?

যা জীবনকে ধন্য করে তাই ধর্ম। ধর্মকর্ম না করলে জীবনে সুখী হওয়া যায় না। মা, ভাই-বোন—এঁদের ভগবানের অংশ মনে করে সেবা করাও ধর্ম।

সত্য কথা (বলা) ও ইন্দ্রিয়সংযমই ধর্ম। এ দু'টি আত্মার অঙ্গীভূত হলে পর অন্যান্য দুর্লভ দৈবী সম্পদ আপনা থেকেই আয়ত্তাধীন হয়ে থাকে। প্রথমে গুরুকরণ, শেষে সাধন। প্রত্যক্ষ সঙ্গ প্রয়োজন। ধর্মের চেয়ে জগতে বড় বন্ধু নেই। কারো কথায়, কারো অনুরোধে স্বধর্ম ত্যাগ করতে নেই।

ইন্দ্রিয়জয়ই প্রকৃত ধর্ম। এটি হলে প্রেমভক্তি আপনা থেকে ভগবৎকৃপায় লাভ হয়ে যায়।

সময় না এলে ফুল ফোটে না, ফল ধরে না—অনুকূল সময়ের জন্য সকলকেই একটু অপেক্ষা করতে হয়।

জীবনটা ক'দিনের? যতদিন বেঁচে থাকা যায়

ততদিন খুব পবিত্র, বিনয়-নম্র জীবনযাপন করা উচিত।

যিনি ধর্মলাভ করতে চান—তাঁর পক্ষে বহু লোকসঙ্গ ত্যাগ করা একান্ত কর্তব্য।

প্রকৃত ধর্ম দুর্লভ বস্তু—ইন্দ্রত্বও তার কাছে তুচ্ছ। তা লাভ করলে মানবজীবন ধন্য হয়ে যায় এবং সেই ব্যক্তিই স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন, 'প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা'।

গোঁসাইর (শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ) কাছে আত্মবিক্রয় করে ফেললেই আর ভাবনা থাকবে না। আমাদের আদর্শ গোঁসাই—আমরা কাঙাল। গুরুভক্তি লাভ হোক এই প্রার্থনা সবচেয়ে ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি চমৎকার কথা বলতেন—'হেগো গুরুর পেদো শিষ্য।' শিষ্যকে ত্যাগের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করবে, ভোগ লালসার পথে যেতে দেবে না। কিন্তু আজকাল গুরুরা শিষ্যকে ভোগী, বিলাসী করে তোলেন।

রাজর্ষি জনক নিত্যকর্ম করছিলেন। রাজ্যে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো—তিনি নির্বিকার। ঈশ্বরের অধীন হলে কোনো কিছুই ত্যাগ করতে আর কষ্ট হয় না।

মান-অপমান বোধ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ নির্ভরতা আসে নি বুঝতে হবে।

আমি আমার এই জ্ঞান মায়া—আর সকলই আমার—এই জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান।

॥ গ ॥

সত্ত্বগুণ ছাড়া ভগবানকে ভালোবাসা বা ভক্তি করা যায় না। দেহটি যাতে সাত্ত্বিক হয় প্রথমে সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

ব্যাসদেব পুত্রশোকে অধীর হয়ে কাঁদতে থাকেন; সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম, আকাশ-বাতাস স্পন্দিত হয়ে ধ্বনি ওঠে 'এই তো আমি, এই তো আমি।'

আসক্তি মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেককে আবৃত করে।

যেকোনো আসক্তিই খারাপ। গোস্বামী-প্রভু বলতেন, "রসগোল্লার প্রতি লোভ আর বেশ্যাসক্তি এক কথা।"

ঠিক ঠিক অনুরাগ এলে মানুষ তখন উদাস, বাউল হয়ে যায়। শরীরবোধ সম্পূর্ণ না গেলে ভালোবাসা কি তা বুঝা যায় না।

প্রেম লাভ করতেও সাধনা চাই। চণ্ডীদাস, মজনু এমনি আরো অনেকে মানুষের মধ্যে ভগবানকে অনুভব করেছেন। সাত্ত্বিকভাবে না থাকলে অন্তরে এই দুর্লভ প্রেমবস্তু লাভ করা যায় না।

প্রেম সত্য কি না তা যাচাই করতে হবে। প্রেম এলে আর দেহাত্মবুদ্ধি থাকে না।

কাউকে ভালোবাসতে শিখুন—দেবতা, মানুষ, পশুপক্ষী—যার ক্ষণিক অভাবে জীবন অবহ মনে হয়।

যার ছেলেমেয়ে হয় নি, সে অপত্যস্নেহ কি তা জানে ? তেমনি সাধন ভজন না করলে শাস্ত্র ও সাধুর মর্ম বুঝা যায় না।

॥ ঘ ॥

নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভগবানের হাতে সঁপে দাও, তিনি তোমার সকল অভাব দূর করবেন।

নামযজ্ঞের কাছে অশ্বমেধ যজ্ঞও তুচ্ছ।

গীতায় আছে—'যে আমাতে নিত্যযুক্ত, আমি তাকে শুভবুদ্ধি দেই। সে অন্যায় বা অধর্ম করতে পারে না। তার আচরণ ও বাক্য শাস্ত্র হয়ে ওঠে।' এর প্রমাণ—শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ, বামাক্ষেপা।

সত্য সর্বাবস্থায় সত্য। সত্যকে মায়া আবৃত করতে পারে না।

সত্যই ভগবান। যদি সত্যকে অবলম্বন করে থাকতে পার, তবে অবশ্যই ভগবানের প্রসাদ লাভ করবে।

মানুষকে কতকটা স্বাধীনতা ভগবান দিয়েছেন লীলাপুষ্টির জন্য।

পঞ্চযজ্ঞ

১। প্রতিদিন পশুপক্ষী কীটপতঙ্গের সেবা,

২। বৃক্ষলতার সেবা,

৩। দেবসেবা,

৪। নিবেদিত বস্তু আহার এবং

৫। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ

বেশি পড়াশুনায় হৃদয় শুষ্ক হয়।

একজন ডাক্তার প্রতিদিন নিষিদ্ধ মাংস খেতেন। চাকরী ছেড়ে দিলেন। কারো সঙ্গে কথা বলতেন না। লোকসঙ্গ পরিত্যাগ করলেন। সবাই ভাবতে লাগলো হয়তো মাথার গোলমাল হয়েছে। আত্মীয়স্বজনরা নানা বিদ্রূপ পরিহাস করতে লাগলো।
আমি জিজ্ঞেস করলাম—মাছটা ছেড়ে দিলেন কেন? উত্তরে বললেন—'কৃষ্ণকে না দিয়ে খাই কি করে?' আর চাকরী? উঃ 'তাঁকে সেবার সুযোগ পাই না।'

ভগবানই কর্তা—এটা বিশ্বাস হয় না বলেই লোকে এতো কষ্ট পায়। এতো যিনি দিলেন, তাঁর কথা ভাবেন? পূর্বজন্মে সৎকাজ করে-

ছিলেন, তাই এই সুখ-সাচ্ছন্দ্য ভোগ করছেন, এখন ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভাবুন।

আপনি কে? শরীরটা কি আপনি? তবে তার সুখের কথা এতো ভাবেন কেন?

ঈশ্বরই কর্তা, মানুষ অতি তুচ্ছ।

কলির সর্বাপেক্ষা নিকটতম বন্ধু কাঞ্চন।
ধন = কলি। কলি পাপ।

॥ ঙ ॥

আমরা যে সাধন অনুসরণ করে চলেছি, সেখানে নারীর পদসেবা, অঙ্গসেবা গ্রহণ অনুচিত। নিতে পার স্ত্রীর আর খুব অসুস্থ অবস্থায় জননীর সেবা। ঋষিবাক্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

মন বুদ্ধি ও আত্মার বিকাশের চেষ্টা করুন। আহার না করলে দেহ শুকিয়ে যায়, মনের খোরাক না যোগালেও তা দুর্বল, অসুস্থ হয়ে পড়ে। তেমনি আত্মারও আহার যোগাতে হয়। জন্ম, শিক্ষা, সঙ্গ ও সাধনা—এই চারটি অনুকূল হলেই আত্মার প্রকাশ হয়।

আমরা ভগবানের কাছ থেকে দিনে দিনে দূরে সরে যাচ্ছি বলেই এত দুঃখ, দুর্ভিক্ষ, দুর্বিপাক।

জীবন কিসে ধন্য হয়, সফল হয়—সে কথা মাঝে মাঝে একা নির্জনে বসে ভাববে।

ঈশ্বরের মহৎ দানকে গ্রহণ করতে শিখো। সেই চিন্তায় ডুবে যাও। অন্তরে যাতে প্রেম-লাভ হয়, সেই চেষ্টা করো।

মহাপ্রভু যখন দেখলেন, লোক উচ্ছৃঙ্খল হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রেমভক্তির মর্যাদা করছে না— তখন চোখের জল ফেলে অন্তর্ধান হোন।

কর্ম শেষ না হলে পরাধর্ম লাভ করা যায় না, অমৃত লাভ হয় না।

তোমাদের (দীক্ষাপ্রাপ্তদের) পথ চিহ্নিত হয়ে গেছে। একটি রুটিন মত চলবে। নীরবে, নিষ্কামভাবে সকলের সেবা করবে। এই সেবা নিষ্ফল কর্ম নয়। ভগবান সকলের মধ্যেই রয়েছেন। সকলের তৃপ্তিতে তাঁরই তৃপ্তি। একাসনে বসে ভগবানকে ডাকার সময় এখনো আসে নি। নামসাধন করে যে ফল পাবে, এই সেবাতেও সেই ফল পাবে। এ ছাড়া, প্রথম প্রথম বসে নাম-করা দুঃসাধ্য—

—মন নানাদিকে যাবে। এই সেবা দ্বারা মন যখন নির্মল পবিত্র হবে—তখন আসবে একান্তে বসে নাম করার সময়।

আত্মসমালোচনা করলেই বুঝতে পারবে—নিজে কি করছো।

তাঁর অসীমে কিছুই হারায় না—তবে ক'জনে খোঁজ নিতে পারে। গ্রামোফোন রেকর্ডে শব্দ, স্বর বিধৃত থাকে—বহু বছর পরও বাজে।

এখন একটি দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে—যথাযথভাবে একটি বৎসরও যদি কেউ সাধনা করেন, নিশ্চয়ই তিনি ভগবৎপ্রসাদে দেবজীবন লাভ করবেন।

মহৎসঙ্গ দ্বারা জীবনের আশ্চর্য সুন্দর প্রকাশ হয়।

॥ চ ॥

এই শরীরটা কি তুমি?
শরীরের চেয়ে আরো বড় জিনিস রয়েছে—যা তোমার যথার্থ পরিচয় বহন করে—মন, বুদ্ধি, আত্মা। এর প্রকাশের জন্য চেষ্টা করেছো?

ভগবানের কাছে আমরা কতো অপরাধ করি—আমরা যদি অপরের দোষ ত্রুটি মার্জনা না করি, তবে ভগবানের কাছে আমরা কি করে মার্জনা ভিক্ষা করতে পারি।

দাতা ভগবান—একবার কাতর হয়ে তাঁর দিকে তাকাও। একান্ত মনে তাঁকে ডাক, নিশ্চয়ই

তিনি সাড়া দিবেন। তাঁকে ডাক, ডাকার মত ডাক—অল্পেই কর্মভোগ কেটে যাবে।

নিজের পুত্রকন্যাকে যেভাবে দেখেন, অপরের পুত্রকন্যাকে সেভাবে দেখেন? এই উদারতা যখন আসবে, তখনই প্রকৃতপক্ষে ভগবানের সেবা করা হয়। এর পূর্বে মানুষ মায়ার দাসত্ব করে।

আসক্তি আর ভালোবাসা এক নয়। ভালো-বাসা নিঃস্বার্থ—সেখানে কোনো কামনা থাকতে পারে না। সংসারে সচরাচর যা দেখ, এ ভালোবাসা নয়, মায়া।

॥ ছ ॥

একটা কথা: দেশাচার মানা ভাল। পুরাকালে ব্রাহ্মণরা যে দুর্গাপূজা করতেন, তা কতো

সাত্ত্বিক ছিল। সাত্ত্বিক, ধ্যানগম্ভীর পূজা এখন পরিহাসের ব্যাপার। আবার পবিত্র, সাত্ত্বিক আনন্দের স্রোত দেশে প্রবাহিত হোক—এই চেষ্টাই করা উচিত।

সাধুরা ভগবানের নাম নেন কেন?
নামের অসীম শক্তি। শব্দ ব্রহ্ম।
প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের সকল শক্তি সংগোপন রয়েছে—নাম নিলে, সাধনা করলে অন্তরের অনন্ত শক্তি, জ্ঞান ও প্রেমের পূর্ণ প্রকাশ হয়, অমর জীবন লাভ করা যায়। সকল অভাব, অপূর্ণতা দূর হয়। ক্ষুদ্র মানুষ হয় দেবতা।

শ্বাসেপ্রশ্বাসে নাম নিবে, এতেই সকল বিঘ্ন

দূর হবে। ডাকার মত ডাকলে সকল বোঝা তিনি গ্রহণ করেন।

ডাকার মত ডাক, আশুতোষ খুব অল্পে তুষ্ট হন। তুমি যা চাইছো, তাই পাবে। তবে চাওয়া যেন ভুল না হয়—শুধু বলবে, আমাকে যথার্থ বস্তু দাও, নকল কিছু দিও না। উমার তপস্যার কথা জান? ঐ রকম তপস্যা করতে হয়। সবাই তোমাকে বঞ্চনা করতে পারে, কিন্তু একমাত্র ভগবানের দুয়ারে বঞ্চনা নেই। তাঁর কাছে এক ফোঁটা চোখের জলও বিফল হয় না।

গোঁসাই একদিন বলেন, এখন নামের তেমন ক্রিয়া হচ্ছে না। এর কারণ, ম্লেচ্ছ সংসর্গ ও আহারের অবিচার—এই দুটি প্রধান।

যে মন্ত্র নিয়ে রামদাস কাঠিয়াবাবা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, সেই মন্ত্র গ্রহণ করে অন্য গুরু-ভাইরা সিদ্ধ হলেন না কেন? বিশ্বাস ও ভক্তি না থাকলে মন্ত্র ক্রিয়াশীল হয় না। বৃষ্টির জল সর্বত্র বর্ষণ হয়, কিন্তু তা সঞ্চিত হয় নিচু জমিতে।

নিবেদন করে আহার করলে ভোগস্পৃহা নষ্ট হয়ে যায়। বলি থাকা একান্ত প্রয়োজন। রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির লোক—তারাও তো উদ্ধার পাবে!

শাস্ত্রে আছে, স্ত্রীলোকের পক্ষে মাংসাহার কিছুতেই উচিত নয়। মনুসংহিতায় আছে—মাংস তামসিক আহার, এতে দয়াবৃত্তি নষ্ট হয়।

একটু সংযম থাকা ভাল—এতে দীর্ঘ আয়ু লাভ

হয়। আহারসংযম ছাড়া দীর্ঘায়ু হওয়া অসম্ভব। স্বল্পাহারে লোক মরে না। অতি ভোজনেই লোক অসুস্থ ও অল্পায়ু হয়।

সাত্ত্বিক আহারে আয়ু বৃদ্ধি হয়। অনাচার ও অসৎকর্ম করলে আয়ুক্ষয় হয়।

প্রসাদ দিব্যবস্তু। প্রহ্লাদ অনিবেদিত বস্তু আহার করে ভক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন। বিষয়ীর সংস্পর্শে এসে ধ্রুবের ধর্মবুদ্ধি লোপ পেয়েছিল।

শ্বাসেপ্রশ্বাসে নামসাধন ও শুদ্ধ আহার শ্রেষ্ঠ সাধন। মানুষ তৃষ্ণার্ত হয়ে যখন পিপাসার জল অন্বেষণ করে, তখন ভগবান নিজে পাত্রপূর্ণ জল নিয়ে আসেন। সকল দুঃখকষ্ট ঘুচে গেলে যে আর তাঁর কথা মনে থাকবে না।

সাধুবাক্য অনুসরণ করে চলবে, তবে আর দুঃখকষ্টভোগ তোমাকে এমন করে পীড়িত করতে পারবে না।

বেঁচে থেকে একান্ত মনে ঠাকুরের নাম নিন। মরে লাভ কি? মরলেই কি কর্মভোগ শেষ হয়ে যায়?

পূর্বজন্মের কর্মফল সকলকেই ভোগ করতে হয়। রাম, কৃষ্ণ অবতার ছিলেন—কিন্তু দুঃখ বরণ করেছেন। অর্জুন নর ঋষির অবতার—শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিত্যসঙ্গী, তবু তাঁর দুঃখের অবধি নেই। কিন্তু পরিণামে জয়ী হয়েছেন।

তোমরা তাঁর অতি প্রিয় সন্তান, তাই আঘাত দিয়ে তোমাদের জীবনকে সুন্দর, সার্থক করে তুলছেন। আঘাত, আঘাত নয়, আশীর্বাদ।

বাইরের ভুল না ভাঙলে তো ভেতরের ফুল ফুটবে না।

আমরা একটু দুঃখ পেলেই বিচলিত হয়ে পড়ি, তাঁকে ভুলে যাই—কিন্তু একটু স্থির হয়ে চিন্তা করলে দেখা যায়,—তিনি যেমন একদিকে দণ্ড দিচ্ছেন, আবার দুঃখে সান্ত্বনা দিচ্ছেন—বন্ধু-জনের ভিতর দিয়ে স্নেহ প্রীতি ও অভয় দান করছেন।

॥ জ ॥

জীবনের উদ্দেশ্য কি?

আনন্দলাভ।

এই আনন্দের দাতা কে?

ভগবান।

সুতরাং তাঁকে অন্বেষণ করাই জীবনের উদ্দেশ্য।

এখন প্রশ্ন, কি ভাবে তাঁকে পাওয়া যায়। আজ যারা আছে, কাল থাকবে না—এমন যে প্রিয় দেহ তাও শ্মশানচিতায় পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সুতরাং যা নিত্য, শাশ্বত—তাঁকে অন্বেষণ করো। আত্মাই শাশ্বত, অতএব তার বিকাশের চেষ্টা করো, তার সেবা করো—দেবত্ব লাভ করো।

মা, আহার নিদ্রা বংশবৃদ্ধি—এরপর নীরব শ্মশানযাত্রা—এ তো জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না!

তাঁকে কাতর হয়ে বলুন, তিনি অবশ্য পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। মানুষ ফাঁকি দিতে পারে, সকলে আপনাকে নিরাশ করতে পারে কিন্তু ভগবান কাউকে নিরাশ করেন না।

ভয় করা এক কথা, আর শরণাগত হওয়া সম্পূর্ণ আলাদা কথা।

সংসারে থাকলে মাঝে মাঝে বিশ্বাসের বাঁধন শিথিল হয়—কারণ লোকসঙ্গ ও বিরুদ্ধ পরিবেশ।

জ্ঞানার্জনের বহু উপায় আছে। রামায়ণ, মহাভারত উপনিষদ—ভারতবর্ষের আত্মাকে জানতে হলে এসব বই পড়া উচিত। স্কুলে না পড়লেও জ্ঞান হয়।

শাস্ত্র ও মহাজনবাক্যে বিশ্বাস রাখবে। সাধনা করে যাও, সময়ে ফুল ফুটবে, ফল ধরবে।

একান্তমনে জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই সাড়া পাবে। তিনি সর্বদাই নানাভাবে

কৃপা করছেন ; কিন্তু আমরা অন্ধ—তাই তা দেখি না, বুঝি না।

রাস্তার কাঙালীদের পানে তাকিয়ে নিজের কথা ভাবতে হয়—আমি এমন কি সুকৃতি করেছি যে ভগবান আমাকে এতো সুখে রেখেছেন ! পুরীতে এলে, একটা নির্জন সুন্দর বাসস্থান জুটিয়ে দিলেন। চারদিক থেকে টাকা আসছে, সকলে আমাদের সুখ সুবিধার জন্য ব্যস্ত। শ্রীমন্দির দর্শনে অবারিত দ্বার—তবু বলছো তিনি কৃপা করছেন না ! এ জগতে কোটি কোটি লোক আছে—ক'জন ধামে বাস করে, মহাপ্রসাদ পায়, সমুদ্র স্নান করে ? তোমার দোষ নেই, ভিতরের বাসনা কামনা মানুষকে স্থির হতে দেয় না। এখন নাম নাও।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব তোমাকে কৃপা করবেন, একথা বহুবার বলেছি।

স্বপ্নে কোনো মহাপুরুষকে দর্শন করাও ভালো —এতে হৃদয় পবিত্র হয়। অনেক সময় মহাপুরুষের সত্য পরিচয়ও লাভ করা যায়। দীনতাই ভগবানকে লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।

সম্প্রদায়বুদ্ধি থাকলে ভগবৎকৃপা লাভ করা যায় না। সকলের পথ এক নয়। একান্তমনে প্রার্থনা জানালে তিনি যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন।

ভগবান 'পতিতপাবন'—এই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। 'নাম' ও তিনি অভিন্ন। নামাগ্নিতে সমস্ত পাপরাশি ভস্মীভূত হয়।

॥ ঋ ॥

আশ্রম হবে প্রেম ও পবিত্রতার কেন্দ্র—লোকে সেখান থেকে পাবে আলো, মহৎ আদর্শ।

অনুশীলন ছাড়া কোনো বস্তুকে আয়ত্ত করা যায় না। ভগবৎপ্রেম লাভের জন্য প্রত্যেক সাধককেই দুশ্চর তপস্যা করতে হয়েছে। প্রেম লাভের উপায় আছে—কিন্তু সংসারে ক'জন মানুষ তা অনুসরণ করে? সেজন্য এখন সংসার প্রেমহীন, হৃদয়হীন—এতো দুঃখবেদনাময়। ধর্মের পথ সকলের পায়ের তলা দিয়ে।

কোনোরূপ অলৌকিকত্বের দিকে মন একটু আকৃষ্ট হলে প্রেমভক্তি কি বস্তু তা বুঝা যায় না।

সৃষ্টির চেয়ে স্রষ্টা অনেক মহৎ ও সুন্দর। যে নারী সারাদিন অলঙ্কার, শাড়ী, বাড়ি—এসব নিয়ে মেতে থাকে, সে তার স্বামীকে কতখানি পায় বা জানে? সেরূপ, বিভূতিতে যারা বেশি আকৃষ্ট তারা ভগবানকে তো পায়ই না, এমনকি, প্রকৃত সাধুসঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়।

আমাদের দেহে মাথা একটি। সেরূপ পৃথিবীরও একটি ভাগবতী লীলাকেন্দ্র আছে। তা হচ্ছে ভারতবর্ষ—পুণ্যভূমি।

মানুষের বিচার কি দিয়ে হয়?
দয়া, প্রেম, কর্মক্ষমতা, জ্ঞান ইত্যাদি তার মাপকাঠি,—অর্থ নয়।

॥ ৫৩ ॥

মহাপ্রভুর ধর্ম সর্বজনকল্যাণকর

'কুলগুরু' অর্থ কি ? এঁরা জানেন না। এঁদের 'বংশগুরু' বলতেন গোঁসাই। কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয়েছে—এমন গুরুকেই 'কুলগুরু' বলে।

দেশের এই অবস্থা থাকবে না, আবার দেশ এক (ভাবের) হবে।

প্রত্যেক সাধুকে ভক্তি করবেন, শ্রদ্ধা করবেন। গোঁসাই বলতেন, যে অপর সাধুকে সম্মান করতে জানে না, সে তার গুরুকেও শ্রদ্ধা করতে জানে না। তবে নিজের মতে বুদ্ধি স্থির না হওয়া পর্যন্ত মেলামেশা বেশি করতে নেই।

মা ও বাবা—এঁরা সাক্ষাৎ ভগবানের শরীরী মূর্তি---এই ভেবে এঁদের পূজা করতে হয়।

সকলের পথ এক নয়। কর্মের ভিতর দিয়েও তাঁকে লাভ করা যায়। একটি কীটকেও যদি সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করা যায়,—এর ভিতর দিয়েই ভগবৎ তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, কেন না তিনি সর্বময়।

যিনি ভগবানকে ডাকেন, ভগবান তাঁর সকল অভাব মোচন করেন। সকল দুঃখের হয় নিবৃত্তি। একটু অন্বেষণ করলেই জানা যায়, অন্তর তাঁকে চায়—না এটা চায়, ওটা চায়।

স্ত্রীলোক যদি সতী হয় তার কথা স্বামী কখনো উপেক্ষা করতে পারে না।

স্ত্রীপুরুষে অবাধ মেলামেশা সম্পর্কে খুব সাবধান। তাঁকে কাতর হয়ে ডাক, তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। সময় এলে স্বামী তো তিনিই জুটিয়ে দেবেন।

সত্যরক্ষা করতে হয়, প্রভু সকলেরই ব্যবস্থা করবেন।

অন্য কথা নয়, বলবে মহাজীবনের কথা, চিন্তার চিন্ময় জগতে ডানা ভাসাবার কথা,—আলোর সুধা পান করবে আকণ্ঠ।

দীন কাঙাল হয়ে তাঁকে কোনো কথা জানালে, তিনি তা রাখেন।

নিজের ইচ্ছায় কিছু করতে নেই। ভগবান দয়াল, তোমাকে রক্ষার ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। আঘাত একটা দিলেন, নইলে জ্ঞান হোত না।

আমি অনেক সময় চুপচাপ থাকি, কিন্তু মনে মনে তোমাদের কথা ভাবি।

ভগবানকে এক কথায় পাওয়া যায়, বেশি কথা লাগে না। শুধু একটি স্থানে বিশ্বাস হওয়া চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, কাতর হয়ে জানালে তিনি গুরু জুটিয়ে দেন।

সকলের পথ এক নয়। একটা বেতগাছকে অবলম্বন করেও ভগবানকে পাওয়া যায়।

একান্তমনে মানুষ কোনো বিষয়ে ভগবানে নির্ভর করতে পারে না, তাই দুঃখ পায়। কিন্তু নির্ভর করতে পারলে জীবনের কোনো অভাব তিনি রাখেন না। নাম নিতে নিতে এবং মহাজনদের জীবনী পাঠে চিত্ত শুদ্ধ হলে নির্ভরতা আসে।

যথার্থ মানুষ হলে তো কিছুই পাওয়ার বাকী থাকে না। সে তখন নিজেকে বিলিয়ে আনন্দ

পায়। চাইবে আনন্দ জ্ঞান প্রেম—এ সব তিনিই দিবেন। শুধু নির্ভর কর। বাঁচার ইচ্ছা, সুখের ইচ্ছা—সমস্ত ছেড়ে তাঁকে নির্ভর করতে হয়।

ব্যথার আগুনে পুড়ে পুড়ে তিনি মানুষকে সুন্দর করেন। যখন পোড়ান, তখন বড় যন্ত্রণা হয়—দুর্দিন গেলে বুঝা যায় দুঃখের দান কত মহৎ। ভগবান মঙ্গলের জন্যই দুঃখ দেন যেটুকু না দিলে না হয়। মাত্র সেইটুকু দেন।

আমি গুরু নই, তোমাদের দীন সেবক। তোমাদের কোনো সেবা করতে পারি না—এ আমার বড় দুঃখ।

আমি কাউকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করি না। শুধু কল্যাণের জন্য নির্জনে থাকি।

বর্তমান কালের একটা দোষ—কাউকে স্বীকার করতে চায় না কেউ। হিংসা মানুষকে কখনো শান্তি দিতে পারে না।

আমার গোঁসাই ফটো নন, স্বয়ং তিনি। যদি শাস্ত্র ও মহাজনবাক্য সত্য হয়, তবে যা বলেছি—তা অভ্রান্ত।

আহারের সঙ্গে শরীর ও মনের খুব নিকট সম্বন্ধ। ছেলেমেয়েরা তামসিক খাদ্য খেলে তমোভাবাপন্ন হবে। দৈনিক অন্তত এক ঘণ্টা ঠাকুরকে দিতে হবে। সমস্ত সময় সংসারের জন্য ব্যয় করতে পারবেন না।

আমি তোমাদের চেয়ে বড় নই, বরং অনেক হিসাবে ছোটো। আমি অনুরোধ করবো—কোনো আদেশ দিতে পারি না। তোমাদের

সম্মান করতে পারলাম না, মর্যাদা দিতে পারলাম না। আশীর্বাদ করো জগবন্ধুর দয়ায় যেন তা পারি।

মানুষ তার মনের খবর কতটুকু জানে? কোনো-খানে মনটা স্থির করতে পারলেই হলো।

নির্হেতু প্রেম ছাড়া জীবনে শান্তি নেই।

লোকবল বল নয়, ভগবৎ বলই যথার্থ বল।

নির্জনে থাকলেই নির্ভরতা আসে, ভগবানের দয়াকে অনুভব করা যায়। মানুষ কৃতঘ্ন, তাই তাঁর দয়াকে অনুভব করে না।

জীবনে কোনোদিকে বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে হলে আগে মনকে জয় করতে হবে। যিনি মনকে জয় করতে পারেন—তিনি দেবতা, তাঁর কোনো আশাই অপূর্ণ থাকে না।

গোঁসাই বলতেন, প্রশ্ন যদি ভাসাভাসা হয় উত্তরও ঐরূপ হবে।

॥ ঠ ॥

এই প্রকৃতির শোভা

একা মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে চেয়ে চেয়ে দেখি,
ঐ সাদা ছড়ানো একরাশি পাথরকুচি,
ভোরের আলোয় ঝিকিঝিকি রঙের
ঝিনুক হয়ে হাসে।
বর্ষায় ঝিলমিল শামুক হয়ে হাঁটে—
এদের বুকের নিরালা নীড়ে এসে ধরা দেয়
জ্যোৎস্না, চাঁদ, তারার নীল
অসীমের মায়াটুকু—
এরাও কথা কয়
স্বপ্ন বোনে॥

১। অসীমের অঙ্গনে চলেছে এ কী অপরূপের খেলা,

২। ভোরের আলোয় মৃণালে ফোটে প্রভাত-পদ্ম, জীবন কত মধুর, জগৎ কত সুন্দর।

৩। একা আছি। আকাশ, বাতাস, তরুলতা কথা কয়, রৌদ্রের দুপুরে—স্নিগ্ধ ছায়া, পাখির গান, ঈশ্বরের পৃথিবী কত সুন্দর এর তুলনা মানুষ কতটুকু দিতে পারে ?

॥ ড ॥

গোঁসাই বলতেন—যে জাতি বেশি চাকুরিজীবী কালে কালে তারা মনুষ্যত্বের উচ্চ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তাদের ঈশ্বরে নির্ভরতা নষ্ট হয়। চাকুরী জীবনকে নষ্ট করে।

আস্তে আস্তে পরিবর্তন আসে। অসীম ধৈর্য,

অসীম শ্রদ্ধা, অসীম ক্ষমা—এ ক'টি ছাড়া কাজ হয় না। নম্রভাবে বলা ভাল। সর্বঘটে মা বিরাজে। নিজে মরে গেলেও কাউকে ব্যথা দিতে নেই।

একমাত্র ভগবানই কর্তা—কণ্ঠসঙ্গীত তাঁর কৃপা ছাড়া সফল হয় না। মানুষ কবি, শিল্পী, সাধক, গায়ক—সবই তাঁর প্রসাদে হয়।

শিল্পী, গায়ক—এরা খুব সহজে ভগবানকে লাভ করতে পারে। যেখানে কোনো শক্তির বিশেষ প্রকাশ হয়, তা ভগবানেরই।

ধর্ম যদি জীবনের ভিত্তি হোত, তবে এই অন্তরের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন থাকতো। তখন দুঃখ এলে মনে হবে এর পশ্চাতেও রয়েছে

তোমার কোন মঙ্গল ইচ্ছা। এরপর ছুটোছুটি থাকে না। মনে হয়, দাতা তিনি—কার কাছে যাবো?

ভগবানকে পাওয়ার পথ এক নয়—কেউ গানে, কেউ ধ্যানে, আবার কেউ বা সেবার ভিতর দিয়ে তাঁকে পায়। শাস্ত্র ও মহাজনবাক্যে বিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত ধর্ম লাভ করা যায় না। ঈশ্বরই কর্তা এবং তিনি সর্বশক্তিমান—এ কথায় বিশ্বাস না হলে কি করে তাঁকে নির্ভর করে চলবে?

আগে জীবন গঠন। জীবন বড় না হলে সৃষ্টি কখনো মহৎ হতে পারে না। ব্যক্তিজীবন উন্নত না হলে সমাজজীবন উন্নত হবে কি করে?

যুগে যুগে ভগবান ভক্তকে রক্ষা করেছেন। একান্তভাবে তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে পারলে অবশ্যই তিনি রক্ষা করবেন।

ভগবান দাতা—এই বিশ্বাস যখন স্থির হবে তখন আর পাপ করা যায় না। পাপ কাজ থেকে বিরত না হলে ভগবান তোমাকে কৃপা করবেন কেন ?

সংসারে থেকেও ধর্মলাভ হয়। একান্তমনে কাউকে ভালোবাসতে পারলেও হয়।

ধর্মবন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা না করলে ধর্মভাব ম্লান হয়ে পড়ে। সদ্‌গ্রন্থ পাঠও সৎসঙ্গ—এর অশেষ উপকারিতা।

কৈশোরে গোঁসাইজী আমাকে সর্বাপেক্ষা বেশি

আকর্ষণ করতেন। অন্য মহাপুরুষদের ভক্তি করতাম, কিন্তু মন তাঁকে চাইতো। সবচেয়ে ভাল লাগতো—তিনি ভগবানের নামে কাঁদেন—এই জন্য।

একদিন আকস্মিকভাবে এক ফকিরের কাছে যাই—তিনি কতকগুলি কথা বলেন, যার মধ্যে একটা ইঙ্গিত স্পষ্ট ছিল—এখন তাঁর সেই কথার অর্থ আমি স্পষ্ট বুঝি। তাঁর সঙ্গে কি যোগ পরে তা তিনি জানান।

ব্যবস্থামত চললে জীবন ব্যর্থ হয় না।

জীবন ধন্য হয় কিসে? উঃ—নাম সাধনায়।
কোনো সাধনাই বিফল হয় না। নামে মধু, নামে প্রেম—নামে না হয় এমন কিছুই নেই।

সব কালে কালে হবে। যত নাম নিবে, ততই উপকার পাবে। কিছুই কিছু নয়—একমাত্র নামই সার। সাধনা দ্বারা মানুষ যে কোনো দুর্লভ অবস্থা লাভ করতে পারে।

সংসার বাড়াবেন না। ভালোবাসা—অন্তরের এক মহান অনুভব। দেহের সম্পর্ক যত কমবে, ততই তা তীব্র হয়।

মরমখানি বিছিয়ে দে
নেইকো শেজ বিছানা।

নিঃসঙ্গ মুহূর্তে হবে সহসা মুখর,
তোমার খাতায় তাই,
রাখিলাম আমার স্বাক্ষর।

রসিক এ জগতে বিরল।

মজা লাগে—সবই খেলা। মা-ই ভীরু, মা-ই সাহসিকা।

॥ ঢ ॥

গোঁসাই বলেছেন,—যে কাজে যে অর্থ দেওয়া হয়, শত দুঃখেও তা অন্য কাজে ব্যয় করতে নেই।

শাস্ত্রবাক্যের মর্যাদা দিয়ে চলবে। কর্মে, চিন্তায় সর্বদা গোঁসাইকে আশ্রয় করে থাকবে।

কৃষ্ণ যাকে কৃপা করেন তার সংসারবৃক্ষের মূল ছেদন করেন।

সহসা কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়। একটি কীটকেও ব্যথা দেওয়া উচিত নয়।

অনেক ঠাঁই যার তার কোনো ঠাঁই নেই—তার-

জন্য শুধু পথ। প্রকৃত কেউ নেই। চির-নিঃসঙ্গ।

এঘরে ওঘরে থাকি—মাঝে মাঝে রাত্রে কাঁদি আর বলি—প্রভু শেষ নিঃশ্বাস যেন কোনো গাছের তলায় ফেলি, কাউকে যেন বিব্রত হতে না হয় আমার শরীরটা নিয়ে।

নালিশ করবে না, নিজকে সংশোধন কর।

শোকে এরূপ অভিভূত হলে চলবে কেন? ভগবানের প্রতিটি বিধান মঙ্গলময়—সে বিশ্বাস আসেনি ; তাই অশান্তি অনুভব করছো।

একমাত্র কালই শোকে মানুষকে সান্ত্বনা দিতে পারে।

ধর্মশিক্ষা ছাড়া জীবনে শান্তি, সুখ আসে না। মানুষ স্বার্থপর হয়ে ওঠে।

এতো সময় নামসাধনে ব্যয় করলে জীবন ধন্য হয়ে যেতো। যার কাছে চাইবার তার কাছে না চেয়ে, পুঁথিপত্রের অরণ্যে ঘুরে লাভ কি ?

॥ ণ ॥

আমার একজন আছেন—এই শুধু আমাকে স্মরণ করিয়ে না দিয়ে নিজেরাও স্মরণ রাখবে।

তোমরা আমার দুঃখ কি বুঝবে ? হাঁস ও জলের সম্বন্ধ। ইনি সবাইকে চান, এঁকে কেউ চায় না—যেমন হাঁস জলকে চায়, জল চায় না হাঁসকে।

আজ বারো বছরের বেশি হলো নানা জায়গায় ঘুরেছি, অধিকাংশ সময় আমার একা নির্জনে কেটেছে—চারদিকে গভীর অরণ্য—কুটিরের সামনে বাঘ এসেছে কতোদিন ! ৩া৪শ সিঁড়ি

ভেঙে নীচ থেকে জল তুলে নিতে হয়েছে। রান্না, বাসনমাজা, কাপড়ধোয়া, ঠাকুরসেবা সবই করতে হয়েছে।

এসব শুনে অনেকেই মন্তব্য করেন—তাঁর দুঃখ কিসের, একজন আছেন।

হ্যাঁ, আমার একজন আছেন—অতএব আমার কাছ থেকে সবাই দূরে দূরে থাকবে,—আমার কাজে, আমার ইচ্ছায় কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না।

মাটি বা পাথরের প্রতিমা—তাকেও লোকে সাজায়, ফুলচন্দন দেয়, দীপ জ্বালে, গ্রীষ্মে পাখা করে—শীতে ধুনির ব্যবস্থা। আর যদি তাঁকে ভগবান ভাবেন, তবে তাঁর তো সবই আছে—এই কথা ভেবে উদাসীন থাকে না কেউ!

কারো স্বামী যদি রাজা হন—তার অনেক

দাসদাসী আছে, এই ভেবে কি তিনি নিষ্ক্রিয় থাকেন? যদি ভালোবাসা থাকে, বলবেন—'এতো লোকজন থাকলে কি হবে, তবু নিজের হাতে না করলে শান্তি পাই না। অন্যে কি তার অভাব বুঝবে?'

আমার প্রতি যদি কারো কিছুমাত্র স্নেহমমতা থাকতো, তা হলে বলতে পারতেন কি কেউ যে আমার একজন আছেন, অতএব এ বিষয়ে ভারবার কিছু নেই?

শ্রীবৃন্দাবনে গোঁসাই একদিন বলেছিলেন—'মহাপ্রভু যদি সমাদর পেতেন, তবে আরো কিছুকাল থাকতেন।'

তিনি তো ভগবান—তাঁর আবার সমাদরের প্রয়োজন কি? কিন্তু না, আদর ছাড়া একটি গাছও বাঁচে না, বাড়ির কুকুরটিও না।

আসল কথা কি জান? কেউ আমাদের কিছু দিতে চান না। তাই বলেন, আপনাদের সব আছে। মা-ঠাকুরাণী রাধারাণী—তিনি কেন এতো কাঁদলেন? শ্রীরামচন্দ্র পূর্ণব্রহ্ম—তিনি ভ্রাতৃ-বিরহে আত্মবিসর্জন করলেন কেন?

কোনো প্রশ্ন না থাকলে শুধু বসে থাকবেন না। একা থাকলে মনে মনে সকলের চরণপূজার স্বযোগ পাই। দাসের অপরাধ নিবেন না।

ওঁ হরি

এখন আমার একা থাকতে ইচ্ছা হয়। সেজন্য দেখাসাক্ষাৎ করি না। এই অধম দাসকে আপনারা আশীর্বাদ করবেন। শ্রীভগবান আপনাদের পরম কল্যাণ করুন।

৩রা বৈশাখ, ১৩৬৬

॥ ত ॥

গৌর-নিতাই-গোঁসাইকে ভাল না বেসে কি করে জীবন কাটানো যায়, ভেবে অবাক হই।

যে যার সে তার
যুগে যুগে আপনার।

গোঁসাইর এমনসব ভক্ত আছেন—যাঁরা দেবতা, তাঁদের কথা ভাবলেও হৃদয় পবিত্র হয়।

কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান।

উদ্ধবগীতায় আছে, ভগবান বলছেন—স্বজনদের উপহাস উপেক্ষা করে, সমদর্শী হয়ে যে আমাকে ডাকে, আমি তার হই।

যেখানে কলহ সেখানে কলি বাস করেন। এ অরণ্যে থাকতে মন চায় না।

একদিন এক সাধু তাঁর জনৈক বন্ধুকে প্রসাদ পেতে নিমন্ত্রণ করলেন। বন্ধু ভাবলেন—না জানি, কতো কী দিয়ে খাবো। শেষে শুধু শাকভাত। সেবক বারবার শাক এনে দিতে লাগলো। বন্ধু কিন্তু আশা করছেন—এরপর হয়তো উপাদেয় কিছু আসবে। সাধু বন্ধুর মনোভাব বুঝে হেসে দিলেন। বললেন—ঐ একপদই সার।

মান অভিমান ডাকতে ভগবৎকৃপা লাভ করা যায় না।

প্রহ্লাদ পিতার কথা শুনেননি, গোপীরা স্বামীর আদেশ লঙ্ঘন করেছেন—ধর্মকর্মে কেউ বাধা দিলে শুনতে নেই। সর্বদা ধর্মকে আশ্রয় করে থাকবেন। যেখানে ধর্ম সেখানে জয়।

চলতে ফিরতে, ঘুমে জাগরণে, সকল কর্মে মনে মনে সর্বদা নাম নিবেন। কোনো নির্দিষ্ট মূর্তি পূর্ব থেকে চিন্তা করার দরকার নেই। যে মূর্তি আসে, সেই মূর্তিতে মন স্থির করে নেবেন।

একান্তমনে কিছু চাইলে ভগবান তা পূরণ করেন।

জীবন পূর্ণকাম হয় কিসে? মানুষ তো মনে মনে অনেক কিছু চায়—তা সফল হয় কিসে? শুধু চেষ্টায় হবে না, কিভাবে চেষ্টা করতে হবে সেই কৌশলটি জানা চাই।

নিষ্কাম কর্মে জীবনের প্রকাশ হয়, কিন্তু সব-চেয়ে সহজপথ নামসাধন ও ভগবানে আত্ম-সমর্পণ।

তোমরা দুঃখ করো না—তোমরা যে পথে

গেছো এর তুলনা নেই। নিতাই-গৌর-গোস্বামীপ্রভুর তোমরা অনুগামী। মধ্বাচার্য সম্প্রদায়।

তোমরা তো আমার কেউ নও, গোঁসাইজীর।

প্রসন্নচিত্তে কোনো কাজ করলে তারজন্য অর্থের অভাব হয় না। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান।

জগন্নাথ দর্শনে চিত্তের সব ক্লান্তি, অবসাদ দূর হয়ে যায়। দ্বিতীয়ায় রথে বামন দর্শন করলে সদ্য মুক্তি হয়, শাস্ত্রবাক্য। পুনর্জন্ম হবে না—এর অর্থ এই নয় যে আর পৃথিবীতে আসবেন না। নিত্যমুক্ত অবস্থায় আসবেন।

আরো দশজন সংসারীর মত জীবন যাপন করতে চাও, না মহৎ কিছু চাও? কিছু চাইলে তার-

জন্য মূল্য দিতে হয়। তা কি দিতে পারবে ?—তোমার জীবন থেকে কয়েকটি বৎসর মাত্র !

সামান্য একটি ডিগ্রী লাভ করতে কতো বৎসর পরিশ্রম করতে হয়। কোনো মহাপুরুষের জীবনী পড়েছো ? সর্বদা শ্বাসে শ্বাসে নাম নিবে। এতে অতি সহজে জীবনের পরিবর্তন হয়। নামসাধনই শ্রেষ্ঠ সাধন।

মানুষ বড় বোকা—জানে যে জীবনটা একদিন ধুলোয় মিশে যাবে—তবু একে সৎকাজে খাটায় না। একে যতই সেবা কর, সাজাও—এ থাকবে না। ঝরবে যখন, এমনি ঝরবে কেন ? পূজার ফুল হয়ে ঝরুক প্রভুর পায়।

যথার্থ ভক্তি ভালোবাসা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে না।

॥ থ ॥

টুকের বাজারের পীরসাহেব বলেছিলেন—বাবা, যখন যোগ্য হবে, খোদা তাঁর তক্ত (সিংহাসন) তোমাকে ছেড়ে দিবেন। আগে যোগ্য হও।

রাত্র হলেই মনে হয়, জগৎটা এক বিরাট মিথ্যা। প্রভুর অশেষ কৃপা—সৃষ্টির এক রূঢ়, নগ্ন, সত্যরূপ আমার কাছে উদ্ঘাটিত হলো।'

যখন একা থাকা যায়, তখন জীবনকে গভীর-ভাবে অনুভব করা যায়।

মানুষের চেষ্টা কিছুই নয়, ভগবৎকৃপাই সার। তবে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হয়। কারণ, এ না হলে বুঝা যায় না যে ভগবৎকৃপাই সার। আর এই সত্য না জানলে আত্মা কখনো দীনভাবে পরমেশ্বরের দিকে কাতর হয়ে তাকায় না।

এখন তো লোকে ধর্মকর্ম করেই না ; এমন কি, কেউ সৎভাবে জীবন যাপন করতে গেলে তাকে বিদ্রূপ পরিহাস করে।

ভগবান বাঞ্ছাকল্পতরু। ক্রানমার, ল্যাটিমার এঁরা ধর্মের জন্য মৃত্যুবরণ করেন।
হরিদাস ২২ বাজারে বেত্রাঘাত খেয়েছিলেন। মীরা সাধুসঙ্গ করতেন, সেজন্য রাণা ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে বিষ দেন।

মনুষ্যও ধর্মপথে বাধা সৃষ্টি করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণকে লোকে কতো দুঃখ দিয়েছে, বিদ্রূপ পরিহাস করেছে।

এতো সামান্যেতে বিচলিত হলে হবে না, আরো কতো দুঃখ হয়তো পেতে হবে।

সদ্‌গ্রন্থ পাঠ না করলে ধর্মের মহিমা কি—এ সম্বন্ধে কোনো ধারণা জন্মে না।

বীর্যধারণ করলেই দেহ সুস্থ থাকে। গুরুবাক্যে বিশ্বাসই ব্রহ্মচর্য।

গোপন, গোপন, গোপন—সাধনভক্তি ও অনুভূতিকে যতো গোপন করতে পারবে ততই মঙ্গল।

পুরাকালে মনোমত পতিলাভের জন্য কুমারীরা ব্রত, তপস্যাদি করতো—কিন্তু এখন কেউ কিছুই করে না। সৎকর্ম না করলে কি শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভ করা যায়? যেরূপ কর্ম করা যায়, ভগবান তদ্রূপ ফল দান করেন।

এক সাধুর সঙ্গে ২১ দিন ছিলাম। শেষে এমন

হলো—তাঁর বিরহে সমস্ত অন্তর পুড়ে যেতে লাগলো।

চণ্ডীতে আছে, সুরথ-রাজা লক্ষ বলি দেন। শেষে সেই পশুরা তাঁকে বলি দিতে চায়। রাজা তখন নিরুপায় হয়ে ভগবতীর করুণা ভিক্ষা করেন। ব্রাহ্মণরা যদি শাস্ত্র সদাচার মেনে চলতেন, তবে দেশের এই দুর্গতি হোত না।

শেষরাত্রে উঠে সাধনভজন করবেন।
এখন যদি শরীরকে রসশূন্য না করেন, তবে সাধনভজন করবেন কেমন করে?

॥ দ ॥

আলো জ্বললে আপনা থেকেই বাদলা পোকা

আসে। তেমনি সাধনা দ্বারা আত্মশক্তির বিকাশ হলে ঐশ্বর্য ও মাধুর্য লাভ করা যায়—ইহকাল পরকালে আর কোনো অভাব থাকে না।

সংসারে থেকেও ধর্মলাভ হয়।

(১) প্রতিদিন কিছুটা সদ্‌গ্রন্থ পাঠ,

(২) মনে মনে গুরুদত্ত নামসাধন ও

(৩) সকলকে ভগবানের অংশ জেনে সেবা করবেন। যথার্থ জ্ঞান হওয়া চাই।

তোমরা ভগবানের আশ্রিত—প্রভুই তোমাদের সর্বদা রক্ষা করবেন।

মিথ্যা কোনোদিন জয়যুক্ত হয়নি, হবেও না। ধর্মজগতে নানা পরীক্ষা। হুজুগের বশে কিছু করা উচিত নয়।

বর্তমান কাল ও শিক্ষা প্রতিকূল—তাই ভাল জিনিষ পেলেও লোকে তার মূল্য ও মর্যাদা দিতে পারে না।

আমার কোনো সম্পদ নেই। শরীর, মন বা আত্মার কোনো ঐশ্বর্যইতো আমার নেই।

হে দয়াময়! এঁদের তুমি এমন স্থানে নিয়ে যাও, যেখানে গেলে তারা যথার্থ আনন্দঘন চিন্ময় সম্পদ লাভ করে ধন্য হয়ে যাবে।

দেখ, তোমাদের বঞ্চিত করার জন্য তো আমি আসিনি। তোমরা অনন্ত শক্তি ও সম্পদ লাভ করবে—এই তো একান্তমনে চাই।

আমরা দুঃখ করি—ভগবান আমাদের কৃপা করেন না। কিন্তু সেই দোষ কার? শাস্ত্র ও ঋষিবাক্য না মানলে, ভগবানের কৃপা লাভ

করা যায় না। যে শাস্ত্র ও সদাচার মেনে চলে ভগবান তার সকল অভাব পূরণ করেন। ডাকার মত ডাকলে তিনি ছুটে আসেন।

প্রণালী অনেক। সম্প্রদায়বুদ্ধি থাকলে ভগবৎ-কৃপা লাভ করা যায় না। সকলের পথ এক নয়। গুরুলাভ ? একান্তমনে প্রার্থনা জানালে, তিনিই যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন।

হ্যাঁ, গুরুকৃপায় সব হয়। গুরুবাক্য অনুসরণ করলে সবই সুলভ।

গুরুকরণ ভিন্ন ঈশ্বরদর্শন হয় না।

এখন কাতর হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকুন। তাঁর কাছে প্রার্থনা জানান। তিনি কাউকে নিরাশ করেন না। রত্নাকর মহাদস্যু ছিলেন।

বৃন্দাবনের 'জগদীশ বাবা' দুশ্চরিত্র ছিলেন—শেষে বৈষ্ণব-শিরোমণি হন।

তোমরা আমার দেবতা, প্রভু—আমি তোমাদের কাছে আশীর্বাদ-প্রার্থী।

ধর্ম মিথ্যা নয়। নিজে সত্যকে আশ্রয় করে থাকলে ভগবান সহায় হন। ধর্মলাভের আকাঙ্ক্ষা যার অকৃত্রিম শ্রীভগবান তার পিপাসা পূর্ণ করেন। ভগবান সর্বশক্তিমান।

সাধুবাক্য অনুসরণ করে চললে ভগবৎকৃপা লাভ করা যায় অতি সহজেই।

এতোদিন তো নিজের মনোমত চললে—একটি বৎসর যদি সাধুবাক্য অনুসরণ করে চলতে পার, তবেই এর (সাধনের) মহিমা বুঝতে পারবে।

প্রথমে মনকে দৃঢ় করতে হবে। কঠিন পণ চাই : হয় বাক্য পালন করবো, নতুবা মৃত্যু বরণ করবো। এরপর চাই গুরু। প্রথমে কিছু সদ্‌গ্রন্থ পড়া চাই।

॥ ধ ॥

জীবিকার চেয়ে জীবন অর্জন অনেক বড়। জীবনের অন্বেষণ করা উচিত। মহৎ জীবনের কোনো অভাব থাকে না। একমাত্র উপায় সদ্‌গ্রন্থপাঠ ও নামস্মরণ।

সাত্ত্বিক আহার করা উচিত, নইলে মন স্থির, শান্ত হয় না। উচ্ছিষ্ট, শ্রাদ্ধান্ন, মাংস, ডিম, পেঁয়াজ—এসব খেতে নেই। এসব আমার কথা নয়, শাস্ত্র ও মহাজনদের কথা।

মনের মত অশান্ত জগতে আর কিছুই নেই। যে মনকে জয় করতে পারে, সে-ই তো পরম যোগী—তাঁর অসাধ্য কিছুই থাকে না। সেই ভক্তকে ভগবান কৃপা ক'রে তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য ও মাধুর্য দান করেন। ভগবানের কৃপা হলে সকল আশাই পূর্ণ হয়।

মা, জীবনে যদি সুখী হতে চান, ঋষিবাক্য পালন করে চলুন। লোকের মন রক্ষা চললে, ভগবৎ কৃপা লাভ করা যায় না। চোর চুরি করতে বলবে, ভোগী বলবে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করতে।

যেরূপ বস্তু আহার করা যায়, মনটিও সেরূপ হয়ে পড়ে। ছেলেমেয়েরা আজকাল অধিক

তামসিক বস্তু খায়, সেজন্য পিতামাতাকে তেমন শ্রদ্ধা করে না।

একটি মুহূর্তও বৃথা নষ্ট করা উচিত নয়। সুসময় বারবার আসে না। শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনকে সদুপদেশ দেন, কিন্তু দুর্যোধন তা শুনলেন না। শেষে ধন, জন, জীবন—সব হারালেন।

আমার ঠাকুরকে জীবনটি দিও—যে বস্তু তাঁর সেটা তাঁকেই দেওয়া উচিত।

শাস্ত্রে আছে, ক্রোধ চণ্ডাল—এতে সমস্ত পুণ্যফল নষ্ট হয়।

যে জাতির মধ্যে চরিত্রপূজা নেই, সে জাতি বড় হতে পারে না।

মেয়েরা ধর্মের রক্ষক। তাঁদের মধ্যে অনাচার

প্রবেশ করলে মানবজীবন অন্ধকারময় হয়ে উঠবে।

মেয়েমানুষের মনে কষ্ট দিও না। এখন থেকে তাঁদের মা-কালী জ্ঞানে ভক্তি শ্রদ্ধা করবে।

স্ত্রীকে ভালোবাসলে তাঁকেই ভালোবাসা হয়, কেন না, তিনি সর্বময়। কিন্তু স্ত্রীকে ক'জন ভালোবাসে ?

মা, একান্তমনে, নিঃস্বার্থভাবে, ভগবৎবুদ্ধিতে স্বামীকে ভালোবাসবেন, তবেই জীবন, জগৎ ও ভগবান কি, কেন জন্ম নিয়েছেন—সব আপনা থেকেই জানতে পারবেন। মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়ে উঠবে।

মেয়েদের সাধন খুব সহজ। শুধু স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে সেবা করতে পারলেই দিব্যজীবন

লাভ হয়। পরস্পর পরস্পরকে ধর্মপথে পরিচালিত করবে।

মহাপ্রভুর আশ্রয় নিলেই মঙ্গল। আর তোমরা বিদ্রূপ, পরিহাস কর। উদ্ধত শিক্ষিত সমাজের জানা উচিত—তাদের কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, ন্যায়, আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ—সবকিছু সাধু ঋষিদের দান।

শাস্ত্রবিরুদ্ধ কিছু ধর্ম হতে পারে না। গোস্বামীপ্রভু বারবার বলতেন—সত্যই ধর্ম। সত্যই মানুষকে প্রকৃত শান্তি ও সুখ দিতে পারে।

ব্যাধিও একপ্রকার তপস্যা—এতে দেহ শুদ্ধ হয়। পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে। দেহটা পঞ্চভূতে গঠিত—আত্মারাম এই খাঁচায় ঢুকে আত্মবিস্মৃত। তাই এতো নাজেহাল

হচ্ছেন, কতো হাবুডুবু খাচ্ছেন মিথ্যার প্রপঞ্চে।

॥ ন ॥

ভগবান লোক পাঠান—কিন্তু মানুষের অহমিকার আবরণ তাঁকে চিনতে দেয় না।

জীবন দিয়ে জীবনেশ্বরকে পেতে হয়।

স্বামিজী বলতেন, 'এসেছিস তো দাগ রেখে যা। মানুষের মত বাঁচা চাই। একজন বুদ্ধ ও তোমার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। শুধু বুদ্ধের জীবন সাধনা দ্বারা প্রকাশিত, আর তোমার আত্মা অজ্ঞানের আবরণে আবৃত।

উপনিষদে আছে, এক ব্যাঘ্রশাবক ভেড়ার পালে থেকে সেও ভেড়ার মত ঘাস খেতো,

ডাকতো। একদিন এক ব্যাঘ্র তা দেখে খুব আশ্চর্যান্বিত হয়। তখন সে ঐ ব্যাঘ্রশাবককে ঘাড়ে ধরে এক জলাশয়ের কাছে নিয়ে যায়, আর বলে আমি যা, তুইও তা। এ রকম ভেড়া হয়ে আছিস কেন? তারপর একটি ভেড়া হত্যা করে খেতে দেয়,—বলে, দেখলি তো কী সুস্বাদু? চল, এখন আমার সঙ্গে চল। ব্যাঘ্রশাবক তখন তার স্বরূপ জানতে পেরে হুংকার করে ওঠে।

এরাও ভগবানের অংশ—কিন্তু তারা নিজকে জানে না, চেনে না—তাই দুর্বল।

॥ প ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'বিষয়ী লোক ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফালতু কথা বলে, কিন্তু ভগবৎপ্রসঙ্গ

হ'লে হাঁস-ফাঁস করতে থাকে। একটু জল খেয়ে আসি বলে দূরে সরে যায়।'

তেল আর জল মিশে না। যার যে স্বভাব, সে তাই চায়।

কে আর চায় ভগবানকে? অধিকাংশ লোক প্রবৃত্তির পূজারী। জিহ্বার সেবা নিয়ে সর্বদাই ব্যস্ত। মানুষ জানে না, যে চামড়ার সে সারাদিন পূজা করছে, তা দু'দিনের। তার মন বুদ্ধি আত্মা রয়েছে—কিন্তু এ সম্বন্ধে থাকে একেবারে উদাসীন।

মা, আমার কথা শুনে দুঃখ পেয়ো না। জানি, রাস্তায় গিয়ে গালাগালি দিবে।

সত্যলাভের দু'টি উপায়—স্বপ্ন ও সমাধি।

আত্মার সম্বন্ধ সহজে হয় না। একবার হ'লে

তা অবিচ্ছেদ্য। শতবর্ষ পরেও যদি দেখা হয়, তবুও তোমাদের পরম আত্মীয় বলে চিনতে বিলম্ব হবে না।

জীবনের দিনতো ফুরিয়ে আসছে—আশীর্বাদ করবে যেন একটি দিনও তাঁকে ডাকতে পারি।

ধর্মের পথ বড় সূক্ষ্ম—শাস্ত্রে আছে, 'ক্ষুরধারবৎ'। তাঁর দয়াই সম্বল। নিজে কিছুই করার উপায় নেই। তিনি যে কাকে, কিভাবে কৃপা করবেন, তা বুঝা শক্ত।

কতো সাধু দেখলাম, সারাজন্ম ধরে কী কঠোর তপস্যা করছেন—কিন্তু তাঁর সাড়া-ইশারাও পাননি।

তোমাদের জীবন সুন্দর, সার্থক হোক—এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

দেখুন, ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাবেন না—জীবনে এরচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কিছুই নেই।

মন্ত্র জপ করুন—মন্ত্রার্থ আপনা থেকেই প্রকাশ পাবে। এখন যে অর্থ জানবেন, তা শুধু শব্দার্থ মাত্র।

আমার কাছে অনেকে আসে, দুদিন পর আবার চলে যায়। দেহাত্মবুদ্ধিকে জয় করতে না পারলে প্রেমের দেবতাকে পাওয়া যায় না। রক্ত-মাংসের দেয়াল বারবার যাত্রাপথকে অবরুদ্ধ করে দাঁড়ায়।

সংসার করো, আপত্তি নেই—কিন্তু ভগবানকে ভুলে যেয়ো না। ভুলে যেয়ো না জীবনের লক্ষ্য। যে শরীর দুদিন পর শ্মশান-চিতায় ভস্ম হয়ে যাবে, একে নিয়ে মানুষের জীবন

কাটতে পারে না। জীবন অনন্ত, অবারিত—আনন্দলোকের পথে হোক তোমাদের যাত্রা। এক মৃত্যুহীন মহৎ জীবনের অন্বেষণ করো। রক্তমাংসের মোহে প্রাণের দেবতাকে ভুলে যেয়ো না।

সাধক জীবনে এমন অবস্থা আসে, যখন খেতে-পরতে বা কথা বলতে পর্যন্ত ইচ্ছা থাকে না।

রক্তের মধ্যে অনেক বিষ জমে আছে। একে শোধন করা চাই। বিশ্বাস করো, সাধন ভজনের দ্বারা রক্ত যখন পবিত্র হয়ে যায়, তখন কাম ক্রোধ এসব স্বপ্নের মত মনে হয়। তখন বড় আনন্দ!

এরা যদি কারো নিন্দা করে, কঠোর শাসন

করবেন। নিন্দার চেয়ে বড় পাপ নেই। হরিনাম নিলে জিহ্বা শুদ্ধ ও সংযত হয়।

দস্যু রত্নাকর, নিরক্ষরপ্রায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব, বামাক্ষেপা, গোমস্তা রামপ্রসাদ, চামার রবিদাস, অন্ধ সুরদাস—এঁরা জগৎপূজ্য হলেন কি করে? জীবনে বড় হতে হলে বড় জীবনকে অনুসরণ করতে হয়। সাধনা দ্বারা মানুষ দেবজীবন লাভ করতে পারে।

প্রত্যেক তীর্থেই মহাত্মারা শেষরাত্রে সূক্ষ্মদেহে বিচরণ করেন।

তোমাদের নিজস্ব বলে কিছুই নেই। ঐদিন (দীক্ষাপ্রাপ্তি) থেকে সব ভগবানে অর্পণ করেছ। সুতরাং তোমাদের পালনের ভার

তিনি গ্রহণ করেছেন। কোনো দুঃখে, কোনো বেদনায় বিচলিত হয়ো না।

তিনি যেভাবে খুশি তোমাদের রাখুন---এতে অসন্তোষ প্রকাশ করো না। কেন না, এ জগতে তাঁর চেয়ে আত্মীয় আর কেউ নেই।

মানুষের কথায় চলো না। সর্বদা ভগবানকে খুশি করার চেষ্টা করবে।

যিনি এই জীবজগৎ নিয়ে খেলা করছেন, তাঁর বিচার মানুষের বিচারের চেয়ে অনেক অনেক সূক্ষ্ম, পরিণামপ্রদায়িনী।

॥ ব ॥

আশা থাকা ভাল। তাঁর আসার আশায় দীপ জ্বালিয়ে প্রহরগুণা কতো সৌভাগ্যের কথা।

ভগবান নিয়ন্তা, সর্বশক্তিমান। তাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়—এ কথায় যদি স্থির বিশ্বাস থাকে, তবে এখানে ওখানে যেতে মন চায় না।

আমি আজ পর্যন্ত নিজের ইচ্ছায় কিছুই করিনি।

তোমরা আদর্শ মানুষ হবে—এই আমি সর্বদা আশা করি। প্রহ্লাদ ভগবানের জন্য কতো নির্যাতন সহ্য করেছেন। এই পথে যখন এসেছো, তখন অনেক দুঃখ যাতনা পেতে হবে।

ভগবান প্রহ্লাদকে বললেন,—প্রহ্লাদ, বর নাও। উত্তরে প্রহ্লাদ বললেন—তোমাকেই তো পেয়েছি, আর কি বর নেবো ?

শ্রীভগবান তখন বললেন—না, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি, তোমাকে বর দিতে চাই।

এবার প্রহ্লাদ বললেন—প্রভু, একান্তই যদি বর দিতে চান তবে আমার শত্রুদের আপনি ক্ষমা করুন।

ভগবান বললেন—তা চাইছো কেন?

প্রহ্লাদ উত্তর দিলেন—আপনি যে সর্বভূতে বিরাজিত, শত্রুদের পীড়ায় যে আপনিই পীড়িত হবেন।

আমার যখন মুখ ফুটবে, তখন হয়তো ঠাকুর অনেক কথা বলাতে পারেন। এখানে থাকার কথা, দেখা যাক হয় কি না। নিজের ইচ্ছায় তো চলার যো নেই! আমাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করবেন যেন তাঁর অনুগত, পদানত

হতে পারি। এই বাড়ির আবহাওয়া বড় পবিত্র।

খুব নাম নিও মনে মনে। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করো। বিশ্বাস করো, যে যা চায়, তাই পায়। তবে তাঁকে চাইলে সব পাওয়া হয়। গাছের পাতা, শাখা—এসব না চেয়ে সমস্ত গাছটাই দাবী করা বুদ্ধিমানের কাজ।

আনন্দ না পেলে একা থাকতে পারবে না। মানুষের মন একটা অবলম্বন চায়। শ্বাসে শ্বাসে নাম নাও, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করো—তখন বড় অবলম্বন পাবে।

গান শিখো—এটি হোক সাধনা। 'শিল্পকে যে দেবশিল্প মনে করে—সে-ই শিল্পের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছে। এই শিল্পছন্দে সেই

মহাশিল্পীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়'—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

দুঃখকষ্ট বরণ করতে না পারলে জীবনে বড় হওয়া যায় না। ধুলো হতে হবে, মাটি হতে হবে—সকলের পদানত হতে হবে। যখন আত্মা অতি দীনভাব ধারণ করে, তখন শ্রীভগবান কৃপা করেন। মানুষ নিজের ইচ্ছায় কিছুই করতে পারে না। উঁচু জমিতে জল জমে না।

কলিতে কথা বললেই মিথ্যা বলতে হয়। মাঝে মাঝে নির্জনতার প্রয়োজন। বাসনা কমে গেলেই মন একাগ্র হয়। ধৈর্য দ্বারা ক্রোধ ও বিচারের দ্বারা কামনাকে জয় করতে হয়।

যার ভক্তি আছে, তার সবই আছে। ভক্তি ও

বিশ্বাসই সার। বিচার ক'রে কেউ ভগবানকে পায় না।

জগৎ পাপে পুড়ে গেছে। মানুষের কতো দুঃখ, কতো অশান্তি, কতো অশ্রু—এরজন্য দায়ী কুশিক্ষা।
ধর্মহীন জীবন কখনো মানুষকে শান্তি দিতে পারে না।

॥ ভ ॥

প্রথম প্রথম মন স্থির করার জন্য কেউ কেউ গাঁজা খান। তমোগুণী, রজোগুণী, চোর লম্পট সকলেই তো ভগবানকে পাবে—তাই মদ খাওয়ারও ব্যবস্থা আছে। ঐভাবে নাম নিতে নিতে শেষে সত্ত্বগুণের প্রকাশ হলে মানুষ আপনা থেকে তখন কু-অভ্যাস ত্যাগ করে।

তমঃ—নিদ্রা, আলস্য, ভয়, ক্রোধ, অবিদ্যা ;
রজঃ—দম্ভ, অহংকার, আমিত্ব, মোহ, মাৎসর্য ;
সত্ত্ব—দয়া, প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান, সমতা।
একমাত্র প্রণালীমত আহার করলে সত্ত্বগুণের প্রকাশ হয়, ঈশ্বর দর্শন হয়।

আনন্দবাজার পত্রিকায় তো অনেক খবর আছে, তা কি তোমাদের নেপালী চাকরটা বোঝে? সেজন্য চাই শিক্ষা। তেমনি তীর্থ, দেবতা—এসবের মহিমা উপলব্ধি করতে হলে চাই সাধনা।

নিজকে যে সত্যই ভালোবাসে, ভগবানও তাকে ভালোবাসেন।

॥ ম ॥

যে গাছে নতুন পাতা হয় না—মনে রেখো,

সেই গাছের মৃত্যু আসন্ন। যারা নতুন বিকাশের বিরোধী—এরা বিনাশের দূত। সংস্কারবদ্ধ অন্ধ মনকে তোমরা গুরু বলে ভুল করো না। মুক্ত জীবনই মানুষের গুরু।

তোমার যেমন হাত, পা বা একটা অঙ্গুলিমাত্র স্পর্শ করলে তোমাকেই স্পর্শ করা হয়—তেমনি যে কোনো একটি মানুষকে একান্তমনে ভালোবাসলে তাঁকেই ভালোবাসা হয়; কেন না, ভগবান সর্বভূতে বিরাজিত। সেজন্য শাস্ত্রে আছে, স্বামীকে স্ত্রীর দেবতাজ্ঞানে সেবা করা উচিত। অবশ্য স্বামী ও স্ত্রীকে নারায়ণী জ্ঞানে পূজা করবেন—এই বিধানও আছে।

জোয়ার ভাঁটা জীবনে কাব্যে সর্বত্র আছে। নদীতে যেমন জোয়ার ভাঁটা আছে, জীবনেও

তেমনি। এতে হতাশ হয়ো না। ব্যাকুলতার জন্য তাঁর কাছে ব্যাকুল প্রার্থনা করো।

কতকগুলি বুলি শিখে অমূল্যকে মূল্য দিতে ভুলে গেছে আধুনিক অনেক তরুণরা। যোগ-শাস্ত্রে আছে, দেহ ও মন যথার্থ পবিত্র হলে প্রতিভার বিকাশ হয়।

উদ্দেশ্য মহৎ হওয়া চাই। তুমি ভাবলেই হোল? যেমন ভাব তেমন লাভ। আগে নিজে মানুষ হও, পরে অন্যের ভাবনা। যে নিজকে জাগাতে পারেনি, সে অপরকে জাগাবে কি করে?

মানুষ অন্তরের খবর রাখে না, বাইরের রূপ নিয়েই ভুলে থাকে। কবিপ্রাণ যারা তারাইতো কবিত্বের মূল্য দেবে।

তোমরা ভালোবাসার ছায়ামাত্র দেখ। প্রকৃত ভালোবাসা কাকে বলে, সংসারের লোক তা কল্পনাও করতে পারে না।

তোমরা মহাজীবনের সাধনা কর—এই চাই। দেহটা তো শ্মশানেই যাবে, এর আর সেবা কেন সারাক্ষণ ? আত্মা অমর, তাকে জাগাও—এতে নিজে ধন্য হবে, জগৎ ধন্য হবে।

এ জগৎ বড় মধুর। তোমরা যে সুখের জন্য লালায়িত—তারচেয়ে এখানে (ধর্মজগতে) কোটি কোটি গুণ আনন্দ।

অসত্য আচরণ, অনুদারতা—এই পাপ। আজ লোকে এতো দুঃখ পাচ্ছে কেন ? অধর্মে। একজন আর একজনকে বঞ্চিত করতে গিয়েই

সমাজ-ব্যবস্থাকে এতো জটিল, কঠিন করে তুলেছে।

হাসির ছলে, পরিহাস প্রসঙ্গে, ধর্ম নিয়ে বা ভক্তজনকে নিয়ে বক্রোক্তি করতে নেই।

কর্কশ স্বরে আদেশ করতে নেই। গোঁসাই তাঁর শিষ্যকে করজোড়ে অনুরোধ করতেন।

ভাব বড় পবিত্র, এ যেন খেলার বস্তু না হয়। কতো বলবো—নীরব, গোপন কর নিজকে, নতুবা দুঃখ পাবে। যত গুপ্ত, তত পোক্ত।

আপনারা সুখী হোন—এ আমি সর্বদাই কামনা করি। অনেক ঘুরলাম, মনের মত মানুষ কদাচিৎ মেলে।

যেসব বিষয়ে বিনীত অনুরোধ করি, সম্ভব হলে তা পালন করতে চেষ্টা করো।

আমি কাঙাল, সকলের কাছে প্রার্থী। আমাকে আশীর্বাদ করুন।

সত্যিই আমি সর্ব সজ্জনের দাস। আপনি কৃপা করে এসেছেন, চিরদিন আমাকে এইভাবে কৃপা করবেন। আমার নিজের কোনো শক্তি নেই—প্রভু কৃপা করে যখন যেভাবে চালান, সেইভাবে চলি। এই আশীর্বাদ করুন, যেন তাঁর শ্রীচরণের অনুগত, চিরপদানত হতে পারি।

তোমরা সাধনায় ডুবে যাও—এতে তোমরা নিজেরা ধন্য হবে, জগৎকেও অনেক কিছু দিয়ে যেতে পারবে। আমার নিজস্ব কোনো কথা

নেই। গোঁসাইর উপদেশ অনুসরণ করে চলতে আমি বলি। তবে তাতেও যখন আপত্তি আছে, আর কি বলবো!

আমাকে আপন মনে থাকতে দিও—এ না হলে মনের স্ফূর্তি নষ্ট হয়ে যায়। অনেকের উপস্থিতিতে ধ্যানের দুর্লভ মুহূর্তগুলো বিবর্ণ হয়ে পড়ে। এছাড়া, গুরুবাক্য পালনে আনন্দ ও তৃপ্তি অশেষ।

নামকে অবলম্বন করে থাক, ভগবান অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করবেন। যত অন্তর দিয়ে ভগবানকে আশ্রয় করবে, ততই শান্তি পাবে।

যে বয়েল যে বোঝা বইতে পারে না—তা তিনি দেন না। ভগবান চিরমঙ্গলময়।

তোমার জন্য তুমি যতো ভাবো, তারচেয়ে তোমাকে পূর্ণ করার জন্য—অনেক অনেক বেশি ভাবেন তিনি। তোমার দুঃখ অনেক বেশি দহন করে তাঁকে, তোমার কান্না তাঁকে আরো অনেক বেশি কাঁদায়।

এ সংসারে কে কার কথা ভাবে? সবাই নিজের ভাবনা ভাবে। শুধু তিনিই সকলের কথা ভাবেন। গোঁসাই বলতেন, তিনি ঘাসের কল্যাণের কথাও ভাবেন।